সংবাদ

তারিখ ... 04 OCT. 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক স্তরে সবার জন্য শিক্ষা অগ্রগতি ও একটি পর্যালোচনা

আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক স্তরে একজন শিক্ষার্থীর মানসিক, ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে। বলা হচ্ছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে মূল চাবিকাঠি হতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন। আজকাল আধুনিক অর্থনীতিবিদগন অর্থনৈতিক উন্নয়নে Capital Accumulation এর ওপর জোর দিচ্ছেন। বিশেষ করে Physical Capital Accumulation এর পাশাপাশি Human Capital Accumulation এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করছেন।

উৎপাদনের তিনটি মূল উপাদান ভূমি, মূলধন ও শ্রমের মধ্যে যেটির প্রাচুর্য রয়েছে সেটি দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা গেলে দ্রুত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশ জনবহুল ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়ায় শ্রম, বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শ্রমকে ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য কারিগরি জ্ঞান প্রয়োজন এবং এ কারিগরি জ্ঞান মূলধনের ব্যবহারের দ্বারাই অর্জিত হওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক মূলধন কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ না থাকলে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙ্গে সমৃদ্ধির সোপানে পদার্পণ করা দুরূহ। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বুনিয়াদের ওপর শিক্ষার অপর স্তরগুলো নির্ভর করে। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত ব্যবস্থা :

সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' শীর্ষক ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৮.১৭ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বিদ্যালয়বিহীন অঞ্চলে ১৫০০টি বিদ্যালয় স্থাপন ও এ সকল বিদ্যালয়ের জন্য ৩৩৩৫টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪)। বছরের প্রথম দিনে ১১ কোটি ৬০ লাখ পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে যেটি অনেক উন্নত দেশের জন্য ঈর্ষণীয়। এছাড়া ১৪৮টি উপজেলায় 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.১৫ লাখ শিশুকে ৫ বছর মেয়াদে ও 'শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা' প্রকল্পে ১.৬৬ লাখ শিশুকে মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

৭৪টি উপজেলায় 'স্কুল ফিডিং' কার্যক্রমের আওতায় ২৭ লাখ শিশুকে দৈনিক ৭৫ গ্রাম বিস্কুট দেয়া হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৩২১৭টি ওয়াস ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। সম্প্রতি ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়েছে। দেশে শিক্ষার হার গত ৬ বছরে (২০০৯-১৫) ৪৪ শতাংশ হতে ৬৯ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান :

বাংলাদেশ ব্যুরো অফ এডুকেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটাসটিকসের (ব্যানবেইস) বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারি, বেসরকারি, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, কমিউনিটি বিদ্যালয়সহ মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৮৫৫৭, শিক্ষকের সংখ্যা ৪৮২,৮৮৪ যার ২৭৯,১০৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৭.৮ জন মহিলা। এ বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৫৫২,৯৭৯ যার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫০.৭ জনের বেশি।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক অবস্থান, অবকাঠামো, জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভেদে শিক্ষার অগ্রগতির ভিন্নতা রয়েছে। এ তারতম্যের বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থাপন করা হলো-

১। বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের তুলনামূলক বিবরণী :

ব্যানবেইসের ২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী সরকারি, এবতেদায়ী ও কিন্ডারগার্টেন ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যালয়ে (কমিউনিটি) গড়ে ২.১৯ জন করে শিক্ষক রয়েছেন যা অত্যন্ত অপ্রতুল (সারণী-১)।

সারণী ১ : বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে তুলনামূলক বিবরণী (২০১৪ সাল)

বিবরণ	সরকারি	নতুন জাতীয় করণকৃত	মোট সরকারি	এবতেদায়ী	কিন্ডার গার্টেন	অন্যান্য	মোট
শিক্ষার্থী	১০১৮৮১২৯	৪৪৮৩৭৮৫	১৪৬৭১৯১৪	৩৭২২৭৭	১৯৮৮০৬২	২৫২০৪২৩	১৯৫৫২৯৭৯
শিক্ষক	২২২৬৫২	৯৬৪৬০	৩১৯১১২	১১৬৭৩	৯৩৭৯৯	৫৮৩০০	৪৮২৮৮৪
বিদ্যালয়	৩৮০৩৩	২৫০০৮	৬৩০৪১	২৬৭৩	১৬১৭০	২৬৬৭৩	১০৮৫৫৭
বিদ্যালয়:শিক্ষার্থী	২৬৭.৮৮	১৭৯.২৯	২৩২.৭৪	১৩৯.২৭	১২২.৯৭	৯৪.৪৯	১৮০.১২
বিদ্যালয়:শিক্ষক	৫.৮৫	৩.৮৬	৫.০৬	৪.৩৭	৫.৮	২.১৯	৪.৪৫
শিক্ষক:শিক্ষার্থী	৪৫.৭৬	৪৬.৪৮	৪৫.৯৮	৩১.৮৯	২১.১৯	৪৩.২৩	৪০.৪৯

(সূত্র : বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইস, ২০১৪-এর তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত)

শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩০ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত প্রায় ১:৪০। তুলনামূলকভাবে কিন্ডারগার্টেনগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা মোটামুটি পর্যাপ্ত যেখানে প্রতি ২১.১৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন করে শিক্ষক রয়েছেন।

২। বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ার হার :

বাংলাদেশে ২০০৮ সালে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৯.৩ শতাংশ যেটি ২০১৪ সাল নাগাদ হ্রাস পেয়ে ২০.৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইস, ২০১৪)। উল্লেখযোগ্যভাবে ড্রপ-আউটের সংখ্যা কমানো গেলেও প্রতি ৫ জন শিশুর একজন এখনও ঝরে পড়ছে যা আশংকাজনক। ঢাকা জেলার প্রাথমিক স্তরে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ১৭.৮ শতাংশ ও মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ১৪.২ শতাংশ অর্থাৎ গড়ে ১৬.০ শতাংশ। ঢাকা জেলায় ড্রপ-আউটের হার জাতীয় হারের চেয়ে কম কিন্তু এটিও খুব বেশি আশাপ্রদ নয় (ব্যানবেইস, ২০১৪)। সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছে গাইবান্ধা জেলা যেখানে ছেলেদের ঝরে পড়ার হার ৪৬.৯ ও মেয়েদের ৩৮.৯ শতাংশ অর্থাৎ গড়ে ৪২.৯ শতাংশ যা বাংলাদেশের সব জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ।

সারণী ২ গত ৭ বছরে প্রাথমিক স্তর হতে ঝরে পড়ার হার (২০০৮-২০১৪ সময়কাল)

সাল	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
ঝরে পড়ার হার	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯

(সূত্র : বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইস, ২০১৪)

৩। সার্বিক ও নিট ভর্তির হার :

বাংলাদেশে গত ৬ বছরে (২০০৮-২০১৪ সময়কালে) সার্বিক ভর্তির হার (Gross Enrollment Rate, GER) ৯৭.৬ শতাংশ হতে ১০৮.৪ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে নিট ভর্তির হার (Net Enrollment Rate, NER) ৯০.৮ শতাংশ হতে ৯৭.৭ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে মেয়ে শিশুরা ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

সারণী ৩ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিক ও নিট ভর্তির হার (২০০৮-২০১৪ সময়কাল)

সাল	সার্বিক ভর্তির হার (%)			নিট ভর্তির হার (%)		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	ছেলে	মেয়ে	মোট
২০০৮	৯২.৮	১০২.৯	৯৭.৬	৮৭.৯	৯০.৪	৯০.৮
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৩
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৬	৯৮.৮	৯৭.৭

(সূত্র : বার্ষিক শিক্ষা পরিসংখ্যান, ব্যানবেইস, ২০১৪)

৪। কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিবরণী :

২০১৫ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশ মাল্টিপল ইনডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১২-১৩, প্রগতির পথে : ফাইনাল রিপোর্ট' অনুযায়ী ওই সময়কাল পর্যন্ত প্রতি ৫ জন শিশুর ১ জন কখনোই কোন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়নি (সারণী-৪)। দেশের ৭টি বিভাগের প্রতিটিতেই কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিশুদের মধ্যে ছেলে শিশুদের হার মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। ৭টি বিভাগের মধ্যে সিলেট বিভাগে সর্বোচ্চ ২৮.১ শতাংশ ছেলে শিশু ও ২২.৪ শতাংশ মেয়ে শিশু অর্থাৎ গড়ে ২৫.২ শতাংশ শিশু কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি। অপরদিকে খুলনা বিভাগে সর্বনিম্ন ১৬.৯ শতাংশ ছেলে শিশু ও ১২.৬ শতাংশ মেয়ে শিশু অর্থাৎ গড়ে ১৪.৮ শতাংশ শিশু কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি।

সারণী ৪ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কখনোই যায়নি এমন শিশুর বিবরণী (২০১২-১৩ সময়কাল)

বিভাগ/অঞ্চল	কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি (ছেলে শিশু %)	কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি (মেয়ে শিশু %)	কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি (মোট %)
বরিশাল	২৩.৬	১৭.৭	২০.৭
চট্টগ্রাম	২০.৭	১৬.৬	১৮.৭
ঢাকা	২৩.৪	১৯.০	২১.২
খুলনা	১৬.৯	১২.৬	১৪.৮
রাজশাহী	২১.৬	১৬.৭	১৯.২
রংপুর	২১.০	১৮.৪	১৯.৮
সিলেট	২৮.১	২২.৪	২৫.২
শহর	১৭.৭	১৩.৭	১৫.৭
গ্রাম	২৩.০	১৮.৬	২০.৯
জাতীয়	২২.০	১৭.৭	১৯.৯

(সূত্র ঃ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে ২০১২-১৩, প্রগতির পথে : ফাইনাল রিপোর্ট; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফ)

শহরাঞ্চল ও গ্রামে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি এমন শিশুদের হারেও তারতম্য রয়েছে। ছেলে শিশুদের শহরে বসবাসকারী ১৭.৭ শতাংশ ও গ্রামে বসবাসকারী ২৩.০ শতাংশ এবং মেয়ে শিশুদের শহরে বসবাসকারী ১৩.৭ শতাংশ ও গ্রামে বসবাসকারী ১৮.৬ শতাংশ কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি (সারণী-৪)। সর্বোপরি মোট জনসংখ্যার ছেলে শিশুদের মধ্যে ২২.০ শতাংশ ও মেয়ে শিশুদের মধ্যে ১৭.৭ শতাংশ কখনোই বিদ্যালয়ে যায়নি।

উপরোক্ত আলোচনা ও পরিসংখ্যান হতে এটি প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশে শিক্ষার হার বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার হার ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শুধু গ্রামাঞ্চল নয় শহরাঞ্চলেও অনেক শিশু বিদ্যালয়ে কখনোই যায়নি। পুরো বাংলাদেশের প্রতি ৫ জন বিদ্যালয়গামী শিশুর ১ জন বিদ্যালয়ে কখনো যায়নি। সিলেট বিভাগে বিদ্যালয় বঞ্চিত শিশুর হার সবচেয়ে বেশি এবং খুলনা বিভাগে বিদ্যালয় বঞ্চিত শিশুর হার সবচেয়ে কম হলেও এটি আশ্চর্যজনক যে ঢাকা বিভাগে বিদ্যালয় বঞ্চিত শিশুদের হার জাতীয় হারের চেয়েও বেশি। উপরোক্ত পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে 'সবার জন্য শিক্ষা' এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত তারতম্যের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবিলা করা যেতে পারে।

(*Gross Enrollment Rate, GER- কোন বছরে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তিকৃত বয়স নির্বিশেষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ওই বয়স-গ্রুপের মোট জনসংখ্যার যে অংশ।

*Net Enrollment Rate, NER- কোন বছরে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ওই বয়স-গ্রুপের মোট জনসংখ্যার যে অংশ)।

[লেখক : উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা]